প্রকল্পের নাম ঃ- "অরণ্য-শক্তি"

ন্যাশানাল সিডিউল্ড ট্রাইবস্ ফিনান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত

APPLICATION FORM FOR 'TRIBAL FOREST DWELLERS EMPOWERMENT SCHEME'

'অরণ্য-শক্তি' প্রকল্পের আবেদন পত্র

ফটো
(আড়াআড়ি ভাবে স্বাক্ষর করতে হবে)
ল্যাম্পসের চেয়ারম্যান / সেক্রেটারীর স্বাক্ষর ও সঙ্গে শীলমোহর

পরিচালন অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম
সিধু কানু ভবন, কেবি-১৮, সেক্টর-৩
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৯৮

(আঞ্চলিক / শাখা ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে প্রেরিত)

মহাশয়,

এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত প্রকল্প ব্যয় মঞ্জুর করবার জন্য আবেদন জানাচ্ছি এবং এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিবরণ পেশ করছি।

১)

আবেদনকারীর নাম	বয়স	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা (ব্লক, গ্রাম পঞ্চায়েত, পো:অ:, গ্রাম)

২)

প্রস্তাবিত প্রকল্প	মোট প্রকল্প ব্যয়	নিজস্ব লগ্নী	মোট টাকা
ল্যাম্পস-এর নাম		আবেদনকারীর সদস্যর ক্রমিক সংখ্যা	

৩) ক) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের নাম / শাখা / সেভিংস ব্যাংক এ্যাকাউন্ট নং ঃ

অথবা

খ) ল্যাম্পস-এর আমানত সংগ্রহ প্রকল্পে এ্যাকাউন্ট থাকলে তার নং ঃ

৪) আবেদনকারীর মোট বাৎসরিক পারিবারিক আয় ঃ

৫) আবেদনকারী কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত (শংসাপত্র থাকলে উল্লেখ করতে হবে) ঃ

৬) আবেদনকারী বা তার পরিবারের কোন সদস্য ইতিপূর্বে কোন সরকারী প্রকল্পের কোন/সাহায্য বা ঋণ পেয়েছেন কি না? পেয়ে থাকলে নির্দ্দিষ্ট তারিখসহ বিবরণ। ঃ

৭) ক) ফরেস্ট রাইটস্ অ্যাক্ট (২০০৬)-র অধীনে প্রাপ্ত জমির বিবরণ ঃ

খ) প্রদত্ত জমির পরিমাপ ঃ

গ) জমির প্রাপ্তি সংক্রান্ত সরকারী আদেশনামার নম্বর ঃ

৮) জমির বর্তমান অবস্থা / ব্যবহার ঃ

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরিউক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। আমি পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগমের উদ্যোগে পরিচালিত অরণ্যশক্তি প্রকল্পে ঋণবাবদ মঞ্জুরীকৃত অর্থ গ্রহণের নিয়মাবলী মানতে বাধ্য থাকব।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

স্থান : .....

তারিখ : .....

শংসাপত্র

১) শ্রী / শ্রীমতী .....

ঠিকানা .....

(উক্ত ব্যক্তি অত্র সমিতির সদস্য / সদস্যা। শ্রী / শ্রীমতী ..... বা তাঁর পরিবারের কারও সমিতিতে কোন খেলাপী ঋণ নেই।)

২) এই প্রকল্পটিতে ঋণের ..... টাকার মঞ্জুরী পেলে .....

..... আবেদনকারীর পরিবার আর্থিক উন্নতি করতে পারবে।

৩) ..... সদস্য কর্মঠ ও উদ্যোগী।

৪) ..... সদস্যের অনুকূলে প্রকল্পটি মঞ্জুর করার জন্য সুপারিশ করছি।

সমিতির সীল মোহর

সভাপতি / সম্পাদক / প্রশাসক (সমিতির পক্ষে)

প্রমাণপত্র

ক) নিম্নলিখিত প্রমাণপত্র পেশ করতে হবে ঃ-

১) অরণ্যভূমি ব্যবহারের আইন বলে যে জমিতে বসবাস করা হচ্ছে সেই জমির পাট্টা / দলিল /-সমস্ত বিবরণসহ প্রত্যয়িত আলোকলিপি (Photocopy)।

***২) উপভোক্তার তফশিলী উপজাতির শংসাপত্র থাকলে তার প্রত্যয়িত আলোকলিপি।

৩) উপভোক্তাকে তার পরিবারের বার্ষিক আয়ের শংসাপত্র দিতে হবে।

*** (শংসাপত্র না থাকলে LAMPS উদ্যোগ নিয়ে যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শংসাপত্র করিয়ে নেবার ব্যবস্থা করবেন। দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ প্রদানের আগে শংসাপত্র জরুরী)

তদন্ত প্রতিবেদন

১) উপভোক্তার নাম ঃ .....

২) পিতা / স্বামীর নাম ঃ .....

৩) ঠিকানা (গ্রাম / ডাকঘর / গ্রাম পঞ্চায়েত / ব্লক) ঃ .....

.....

৪) উপভোক্তা কোন্ ল্যাম্প সমিতির সদস্য / সদস্যা ঃ .....

৪(ক) সদস্য নম্বর ঃ .....

৫) পরিবারের সদস্য সংখ্যা ঃ .....

৬) ফরেস্ট রাইটস্ এ্যাক্ট (২০০৬)-এর অধীনে প্রাপ্ত জমির বিবরণ ঃ .....

৭) সরকারী আদেশনামার নং ঃ .....

৮) জমিটি বর্তমানে কী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে ঃ .....

৯) জমিটি থেকে প্রাপ্ত বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ঃ .....

১০) বর্তমানে কী প্রকল্প রূপায়ণ করতে চান ঃ .....

১১) এই কাজে অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ আছে? ঃ .....

১২) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কোথায় পাওয়া যাবে ঃ .....

১৩) উদ্যোগ শুরু করতে প্রাথমিক ভাবে কত টাকা বিনিয়োগ করতে হবে ঃ .....

১৪) উৎপাদিত দ্রব্য/পালিত পশু কোথায় বিক্রি হবে ঃ .....

১৫) উদ্যোগে পরিবারের কতজন যুক্ত হবে ঃ .....

১৬) পরিবারের কেউ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য কি না ঃ .....

১৭) পরিবারের সদস্যরা কোনো সঞ্চয় প্রকল্পে যুক্ত কি না। থাকলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নং ঃ .....

_____

তদন্ত প্রতিবেদকের স্বাক্ষর

আমি তদন্ত প্রতিবেদনের প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে একমত হলাম। আবেদনকারী প্রকল্পটি হাতে নিয়ে স্বনির্ভর হতে চান। উক্ত ব্যক্তি কর্মঠ ও উদ্যোগী। আবেদনকারী স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত (১) আয়ের শংসাপত্র দাখিল করেছেন (২) জাতিগত শংসাপত্র দাখিল করেছেন / শংসাপত্র পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন– সংখ্যা – । .....

..... (ব্যক্তির) দরখাস্তটি মঞ্জুর করা যেতে পারে।

আঞ্চলিক / **শাখা ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর**

আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যাদি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। আঞ্চলিক / শাখা ব্যবস্থাপকের সুপারিশ অনুসারে প্রকল্পটি মঞ্জুর করা যেতে পারে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর স্বাক্ষর

পরিচালন **অধিকর্তা**

অরণ্যবাসী আদিবাসী মানুষের স্বনির্ভরতা লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প

প্রকল্পের নাম - "*অরণ্য-শক্তি*"

১। *প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ঃ-*

ভারত সরকার 'ফরেস্ট রাইটস্ অ্যাক্ট - ২০০৬' মোতাবেক যে অধিকার দিয়েছে সেই অধিকার বলে অরণ্যবাসী আদিবাসী মানুষ ও প্রথাগত ভাবে অরণ্যনির্ভর অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ও চাষবাস সহ অন্যান্য কাজকর্মের উন্নতি ঘটানোর ব্যাপারে জাতীয় তফশিলী বিত্ত উন্নয়ন নিগম বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আদিবাসী মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করা ছাড়াও বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে হাতে কলমে শিক্ষাদান সহ স্বল্প সুদে ঋণের মাধ্যমে তাঁদের স্বনির্ভর করে তোলাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য। বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হবে যাতে অরণ্যবাসী আদিবাসী মানুষ তাঁদের উৎপাদিত পণ্য সঠিক দামে বিক্রি করতে পারে, ও অব্যবহৃত বনাঞ্চল-কে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে।

২। *কারা এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে পারবে ঃ-*

(ক) 'ফরেস্ট রাইটস্ অ্যাক্ট - ২০০৬' বলে অরণ্য-সংলগ্ন জমি ব্যবহারের অধিকার পেয়েছেন তফশিলী উপজাতিভুক্ত এমন পুরুষ ও মহিলা।

(খ) উক্ত-ব্যক্তির পারিবারিক বার্ষিক আয় ৮১,০০০ টাকার মধ্যে হবে।

৩। *ঋণের সর্ব্বোচ্চ সীমা ঃ-*

(ক) এই প্রকল্পে ইউনিট পিছু সর্ব্বোচ্চ সীমা ১,০০,০০০/- টাকা।

(খ) প্রকল্পের ৯০ শতাংশ স্বল্প সুদে ঋণ দেবে এন.এস.টি.এফ.ডি.সি., বাকি ১০ শতাংশ উপভোক্তাকে বহন করতে হবে।

(গ) প্রকল্পটি রূপায়ণে সহযোগিতা/প্রশিক্ষণ ঃ— প্রকল্প ব্যয়ের অর্থ ছাড়াও উপভোক্তারা বিভিন্ন উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পাবেন। প্রশিক্ষণ ব্যয় বহন করবে নিগম।

৪। *ঋণ গ্রহণে সুদের হার ঃ-*

ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বার্ষিক ৫% সুদ সহ অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

৫। *ঋণ পরিশোধের শর্ত ঃ-*

(ক) যেহেতু প্রকল্পগুলি বিভিন্ন ধরণের, সেইহেতু ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ভিন্ন ভিন্ন হবে।

(খ) ঋণ গ্রহণের পরবর্তী তিন মাস কেবলমাত্র সুদ বহন করতে হবে। চতুর্থ মাস থেকে সুদ ও আসল একসঙ্গে প্রদান করতে হবে। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ৬ মাসের স্থগিত পরিশোধকাল (Moratorium) সহ সর্বাধিক ৫ বছর।

৬। *সম্ভাব্য প্রকল্প তালিকা ঃ-*

(১) ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প (২) ভার্মি কম্পোস্ট (কেঁচো সার) (৩) উচ্চমানের বীজ তৈরী (৪) ঔষধি গাছ চাষ / ঘর সাজানোর উদ্ভিদ চাষ (৫) হর্টিকালচার / ছোট আকারে বাগান তৈরী (৬) মুরগী পালন (৭) রাবার চাষ (৮) শূকর পালন (৯) সুপারি বাগান (১০) গাভী পালন (১১) ক্ষুদ্র বনজ সম্পদ সংগ্রহ ও চাষ (১২) ছাগল/ভেড়া পালন (১৩) লাক্ষা চাষ (১৪) মৌমাছি পালন (১৫) ফুলচাষ (১৬) ফল বাগান।

এছাড়া, উপভোক্তা যে কোন বাস্তব সম্মত অর্থকরী প্রকল্প গ্রহণ করতে পারেন।

৭। *অরণ্যবাসী আদিবাসী মানুষদের ঋণ পাওয়ার পদ্ধতি ঃ-*

(ক) রাজ্যের অরণ্যবাসী আদিবাসী মানুষ যাঁরা বিভিন্ন এলাকায় ল্যাম্পস-এর সদস্য তাঁরা ল্যাম্পসের মাধ্যমে WBTDCC-র আঞ্চলিক/শাখা কার্যালয়ে আবেদন করতে পারবেন।

(খ) উপভোক্তাকে আবেদন পত্রের সঙ্গে নিম্নলিখিত কাগজপত্রের আলোকলিপি (Photocopy) জমা দিতে হবে।

(১) ২০০৬ সালের অরণ্য ভূমি ব্যবহারের অধিকার আইন বলে উপভোক্তার প্রাপ্ত জমির দলিল/ পাট্টা/স্বীকৃতিপত্রের আলোকলিপি জমা দিতে হবে। উক্ত আলোকলিপি অতি অবশ্যই রাজ্য সরকারের উপযুক্ত ক-বর্গ অফিসার কর্তৃক সঠিকভাবে প্রত্যয়িত হতে হবে।

(২) উপভোক্তার 'তফশিলী উপজাতির শংসাপত্র' থাকলে এর প্রত্যয়িত নকল আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযোজন করতে হবে। শংসাপত্রের জন্য আবেদন ক'রে থাকলে জমার রসিদ দিতে হবে অথবা প্রাথমিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বাক্ষরিত শংসাপত্র দিতে হবে। (সম্পূর্ণ অর্থপ্রাপ্তির আগে তফশিলী উপজাতির শংসাপত্র সংগ্রহ করতে হবে)

(৩) উপভোক্তার বার্ষিক পারিবারিক আয়ের শংসাপত্র দিতে হবে।

এছাড়া, কোন রকম বিষয়ে প্রশ্ন থাকলে তা এই নিগমের (WBTDCC) আঞ্চলিক / শাখা কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনে নেওয়া যাবে। অথবা নিম্নলিখিত টেলিফোন নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করা যাবে —

প্রধান কার্যালয়, কলকাতা	(০৩৩ ২৩৩৫-১৯১৮/১৮৩২)
ঝাড়গ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়	(০৩২২১ ২৫৫১৯৬)
বাঁকুড়া আঞ্চলিক কার্যালয়	(০৩২৪২ ২৫০৭১৩)
পুরুলিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়	(০৩২৫২ ২২২৯৭৮/২২৩১২১)
জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক কার্যালয়	(০৩৫৬১ ২৩১১৫৮)
মালদা শাখা কার্যালয়	(০৩৫১২ ২২৩৭৫৪)
সিউড়ি শাখা কার্যালয়	(০৩৪৬২ ২২৫৩৩৭)
দক্ষিণ দিনাজপুর শাখা কার্যালয়	(০৩৫২২ ২৬৩২২৫)
বর্ধমান শাখা কার্যালয়	(০৩৪৩ ২৫৪২৫১০)

আবেদনপত্র নিগমের ওয়েবসাইট (wbtdcc.gov.in) থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

———